গাংনীতে ভারতীয় পটকাসহ দৌলতপুরের হাবিব আটক

ভারত থেকে চোরাই পথে আনা অবৈধ পটকাসহ আহসান হাবিব (২৮)কে আটক করেছে গাংনীর ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশের একটি ইউনিট।

শুক্রবার দুপুরের দিকে নাটনাপাড়া ও বেতবাড়িয়া গ্রামের মাঝখান থেকে তাকে আটক করে। আটক আহসান হাবিব পার্শ্ববর্তি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আব্দুলপুর গ্রামের হাসিবুল ইসলামের ছেলে।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই জহির রায়হানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান চালান। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বেতবাড়ীয়া-নাটনাপাড়া সড়ক দিয়ে ভারতীয় অবৈধ পটকা পাঁচার হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

আহসান হাবিবকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পটকাসহ আটক করে পুলিশ। অবৈধ ভারতীয় পটকা পরিবহন কাজে ব্যবহৃত ১টি মোটরসাইলও জব্দ করে পুলিশ। আহসান হাবিবের বিরুদ্ধে অবৈধ ভারতীয় পন্য দেশে আনার অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার গহেরপুর-সড়াবাড়িয়া সড়কে গণডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮

চুয়াডাঙ্গার গহেরপুর-সড়াবাড়িয়া সড়কে গণডাকাতির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮জনকে গ্রেফতার করেছে। দুপুরে ঘটনাস্থলের পাশের পাটক্ষেত থেকে গাছ কাটার একটি করাত উদ্ধার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার সড়াবাড়ীয়া-গহেরপুর সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা থকে ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সড়ক আটকে তাণ্ডব চালায় ডাকাত সদস্যরা। এ সময় বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ ঘটনায় পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে নিশ্চিত করেছে দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, (১) বদর উদ্দিন পিতাঃ সামছদ্দিন, সাং গহেরপুর, (২) আব্দুস সাত্তার, পিতাঃঅজ্ঞাত, সাং বিত্তিরদাড়ি, (৩) বিল্লাহ হোসেন পিতাঃ আমির হোসেন সাং-বাটিকাডাঙ্গা, (৪) রফিকুল ইসলাম, পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং-গবরগাড়া,(৫) নাজমুল হোসেন পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং-সড়াবাড়ীয়া, সহ অজ্ঞাতনামা আরও তিনজন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে রাস্তায় বাবলা গাছ কেটে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তার দুই প্রান্তে ডাকাত দলের ১৫-২০ সদস্য অবস্থান নেয়। সদস্যরা দেশীয় অস্ত্র রাম দা, ছুরি, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে পথচারী ও বিভিন্ন যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতি করে। এসময় নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার ডাকাতি করে ভুক্তভোগীদের অস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বীঘ্নে পালিয়ে যায় ডাকাত সদস্যারা।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আন্দুলবাড়ীয়া বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াহেদ মিয়ার কাছ থেকে নগদ ৯ লাখ টাকা লুট করা হয়েছে। এছাড়া ঝিনাইদহের পৌর এলাকার একদল তরুণ প্রাইভেট কারে ঘুরতে এসে ডাকাতির কবলে পড়ে। তারা আন্দুলবাড়ী থেকে বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ দু’টি স্বর্ণের চেইন, দু’টি লকেট, একটি ব্রেসলেট ও পাচঁটি আংটি লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা। রাস্তায় পথচারি, মটরসাইকেল আরোহী, পাখিভ্যান, ইজিবাইক, শিয়ালমারী হাট ফেরত গরু ব্যাপারিদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও প্রাইভেট কারের যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় মোট ৩০ লাখ টাকা ডাকাতি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক ও দর্শনা থানার ওসি লুৎফুল কবির। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক জানান, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ডাকাত সদস্যদের ধরতে ইতিমধ্যে পুলিশের একাধিক ইউনিট মাঠে নেমেছে। দ্রুতই তাদরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ গণডাকাতির ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম

লুৎফুল কবির দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান এ ঘটনায় দিনভর অভিযান চালিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৮ জন কে গ্রেফতার করেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে হাত পা ও মুখ বাঁধায় অবস্থায় নির্মান শ্রমিক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বিলের পাড়ের একটি ঘর থেকে মুখ, হাত ও পা বাঁধা কর্দমাক্ত অবস্থায় নাহিদ হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

নাহিদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

সে বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হাত, পা ও মুখে টেপ মারা এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় কর্দমাক্ত অবস্থায় তেরঘরিয়া বিল পড়ে একটি ঘে রর ভিতর পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাতে মেহেরপু র-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছায়। কে বা কি কারনে থাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল সেটিও রহস্যজনক।

নাম প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, নাহিদ হোসেন একজন মাদকাসক্ত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ছোট খাটো চুরির অভিযোগ রয়েছে। নারী ঘটিত কারনে এ ঘটনা ঘটেছে বলেও গুঞ্জন উঠেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)জুলফিকার আলী বলেন, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। তবে, নাহিদ পুলিশের কাছে একেকবার একেক কথা বলেছেন। তার বিষয়টিও রহস্যজনক। প্রকৃত বিষটি তদন্ত শেষে বলা যাবে।

গাংনীতে গরু ব্যবসায়ীদের কাছে ডাকাতির অভিযোগে ডাকাত সন্দেহে একজন আটক

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার ঝোড়াঘাট গ্রামের মারফত আলী নামের একজনকে ডাকাত সন্দেহে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মারফত আলীকে তার বাড়ি থেকে গাংনী থানা পুলিশের একটি ইউনিট তুলে আনেন।

থানায় এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক।

গত বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার কামারখালি গ্রামের চার গরু ব্যবসায়ী লালমনিরহাট থেকে গরু কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রাক বোঝায় গরু নিয়ে ফেরার পথে কামারখালি গ্রামের সন্নিকটে রাস্তার উপর গাছ ফেলে ট্রাকটি থামিয়ে দেই।

পরে কামারখালী গ্রামে চার গরু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেয় ৬/৭ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

গরু ব্যবসায়ী আবুল কাসেম জানান, আমি আমার ভাই বুলবুল, মাখলুকাত হোসেন ও ট্রাকে করে গরু নিয়ে ফিরছিলাম। ছাতিয়ান ও কামারখালি মাঠের মধ্যে গাছ ফেলে ট্রাকের গতিরোধ করে আমাদের ঘীরে ফেলে ডাকাত দল। পরে আমাদের গলায় অস্ত্র ধরে চার জনের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ডাকাত দল। পরে গ্রামবাসী ও খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল এসে আমাদের উদ্ধার করেন। এঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটি আভিযোগ পেয়েছি। এ ঘটনায় গাংনী উপজেলার জোড়া ঘাট গ্রামের মারুফাত আলী নামে একজন ডাকাত সদস্যকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় এক ব্যাক্তির ৫ বছর কারাদন্ড

মেহেরপুর মাদক মামলায় ইব্রাহিম হোসেন নামের এক মাদক বিক্রেতাকে ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ২৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন বিচারক।

দন্ডিত ইব্রাহিম গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে।

বুধবার বেলা দেড়টার সময় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ওয়ালিউল ইসলাম এ দন্ডাদেশ দেন।
একই মামলায় দোষী সাবস্ত্য না হওয়ায় হোগলবাড়িয়া গ্রামের তিনকোর আলীর ছেলে আতিয়ার রহমানকে বেখসুর খালাস দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৩ জুলাই দিবাগত রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) জসিম উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হোগলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ ইব্রাহিম ও আতিয়ারকে আটক করেন।

এঘটনায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(১)(বি) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন পুলিশ। যার গাংনী থানার মামলা নং ৯, তারিখ ০৪/০৭/২০১৮ ইং।

মামলাটির স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যতে ইব্রাহীম দোষী সাবস্থ্য হওয়ায় আদালত তাকে ৫ বছরের সাজা দেন। এছাড়া অপর আসামী আতিয়ার রহমান দোষী প্রমানীত না হওয়ায়তাকে বেখসুর খালাস দেন।

মামলায় সরকারী পক্ষে মেহেরপুর জজকোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট মারুফ আহম্মেদ বিজন ও অ্যাডভোকেট রমজান আলী কৌশলী ছিলেন।

মুজিবনগরে মেয়েকে সমকামীতা থেকে ছাড়াতে মায়ের অপহরণ মামলা, আটক এক

মেয়েকে সমকামিতা থেকে ফেরাতে তানিয়া খাতুন নামের অপর সমকামী ও তার বাবা মায়ের নামে অপহরণ মামলা করেছেন মা।

এই অপহরণ মামলার প্রধান আসামী তানিয়া খাতুন (২১) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
তানিয়া খাতুন মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের মুবারক আলীর মেয়ে।

বুধবার সকালের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানিয়া খাতুনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার (ওসি) রাসেল মেহেদী জানান, এ উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের সানউল্লাহর স্ত্রী সোনাতন ভানু বাদী হয়ে অপহরণের অভিযোগ এনে একই গ্রামের তানিয়া খাতুন, তার পিতা মুবারক হোসেন ও মা আনোয়ারা খাতুনকে আসামী করে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত) ২০০৩ এর ৭ ও ৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৮, তারিখ ২১/০৫/২০২২ ইং।

ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, বাদী সোনাতন ভানুর মেয়ে সানজিদা সিনহা মিম ও আসামী তানিয়া খাতুন দুজনে মাঝে মধ্যে হারিয়ে যান। এনিয়ে এলাকায় তাদের দুজনকে সমকামী হিসেবে জনশ্রুতি তৈরী হয়েছে। এঘটনায় মিমের মা বাদী হয়ে এ মামলাটি করেন।

মেহেরপুর কোর্ট পরিদর্শক গোলাম মোহাম্মদ জানান, ভিকটিম সানজিদা সিনহা মিম ও আসামী তানিয়া খাতুনকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (২য়) তরিকুল ইসলামের আদালতের নিলে তারা দুজনেই ২২ ধারায় জবান বন্দী দেন। জবানবন্দী শেষে ভিকটিম সানজিদা সিনহা মিমকে বয়স নির্ধারণের ডাক্তারী পরীক্ষাশেষে বাবা মায়ের হেফাজতে থাকার ও আসামী তানিয়া খাতুনকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কার্পাসপডাঙ্গার ছাগল চোর মিল্টন হোসেন এখন মেহেরপুরের শ্রীঘরে

হাড়ি পাতিলের ব্যবসার আড়ালে অভিনব কায়দায় ছাগল চুরি করতে গিয়ে শ্রীঘরে গেলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মিল্টন হোসেন (৩৬)।
মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের ছাগল চুরি করে পালানোর সময় গ্রামবাসি তাকে আটক করে উত্তম মাধ্যম শেষে তুলে দিলেন পুলিশে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকালের দিকে গোভীপুর গ্রামের আলামিন হোসেনের একটি ছগল তার বাড়ির উঠানে বাঁধা ছিল। মিল্টন হোসেন পাখি ভ্যানে করে এলাকায় হাড়ি পাতিল বিক্রি করতে আসেন। বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগ বুঝে ছাগলটি খুলে নিয়ে তার ভ্যানের হাড়ি পাতিলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় ছাগলটি চিৎকার দিলে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ হয়। পরে তার হাড়ি পাতিলের মধ্যে থেকে হাতপা বাঁধা ছাগলটি উদ্ধার করেন। পরে তাকে উত্তম মাধ্যম শুরু করে। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌছে তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জুম্মান হোসেন বলেন, মিল্টন হোসেনের বিরুদ্ধে গোভীপুর গ্রামের আলামিন হোসেন বাদী হয়ে চুরির অভিযোগ এনে একটি মামলা দিয়েছেন। সে মামলায় আটক দেখিয়ে তাকে আজ সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মিল্টন হোসেনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ছাগল চুরির কথা স্বীকার করেছে।
মিল্টন হোসেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কাপার্সডাঙ্গা গ্রামের তেঁতুল মন্ডলের ছলে।

গাংনীতে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ অনিক ইসলাম (২০) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজীপুর বাদিয়াপাড়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক অনিক ইসলাম একই উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের ওবাইদুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, কাজীপুর বাদিয়াপাড়া এলাকায় ফেন্সিডিল পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার, এএসআই হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাদিয়াপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনিককে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ২৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

আটক অনিকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৌলতপুরে আখ ক্ষেত থেকে গাঁজা গাছসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি আখ ক্ষেত থেকে গাঁজার গাছসহ ইদবার শাহ নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক ইদবার শাহ দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে মাদক ব্যাবসায়ী বলে জানান পুলিশ।

দৌলতপুর থানার দিঘলকান্দি ক্যাম্পের এস আই জামাল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরের দিকে অভিযান চালিয়ে কামালপুর গ্রামের একটি আখ ক্ষেতে ৮ থেকে ৯ পিছ গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। এসময় গাঁজা চাষি ইদবারকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ২০ পিচ ইয়াবাসহ একজন আটক

২০ পিস ইয়াবাসহ মামুন হোসেন (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি ইউনিট। মামুন হোসেন সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের কোনু’র ছেলে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে রবিবার দিবাগত রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ পিচ ইয়াবাসহ আটক করেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।